অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে আটক অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ হালদারের দুই সহযোগী স্বাীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে আদালতে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের খাসকামরায় হাজির করা হলে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম জানান, বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের খাসকামরায় হাজির করা হলে তারা আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। পরে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের জেলা হাজতে প্রেরণ করেন।

এর আগে সোমবার অনলাইন জুয়ার মাষ্টারমাইন্ড কোমরপুর গ্রামের মধু হালদারের ছেলে প্রসেনজিৎ হালদার (২৫) ও চা বিক্রেতা নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন আলী (২৪) কে গ্রেফতার করেছে। পরে মোস্তাফিজুর রহমান সুমন নামের আরো এক এজেন্টকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছে থেকে দুটি সিম ও নগদ দুই লাখ এক হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার মাষ্টার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদারের দুটি সাইট সাইট আছে। এই সাইট দুটি চালান সুমন আলী। দুটি সাইটের একটিতে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ লাখ টকা এবং অপরটি থেকে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার জুয়া খেলা হয়ে থাকে।

সাইট দুটির মালিক এলাকার অনলাইন জুয়ার মাষ্টার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদার। এছাড়া তাদের সাথে আরো কয়েকজন জুয়াড়ি যুক্ত আছেন বলে জানিয়েছেন এই দুই জুয়াড়ি।

মেহেরপুরের বিস্তীর্ণ সবজির মাঠে তামাকের বীজতলা

‘সবজির থেকে কি তামাকের পুষ্টিগুণ (অর্থনৈতিক বিবেচনায়) বেশি? এমন প্রশ্ন যদি কিছু লোভী চাষীদের করেন তাহলে উত্তর আসবে হ্যাঁ। আর এসকল চাষীদের আরো প্রলোভন দিয়ে প্রণোদনার মাধ্যমে সবজির জমিতে তামাক চাষ করিয়ে নিচ্ছেন তামাক কোম্পানীগুলো।

সবজির ভান্ডার খ্যাত মেহেরপুর জেলার বিস্তীর্ণ সব্জীর মাঠে এখন চলছে তামাকের বীজতলা প্রস্তুতের কাজ। মেহেরপুর জেলা জুড়ে এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই তামাক চাষের। মাঠের পর মাঠ এখন ছেয়ে গেছে মাদকের সিঁড়ি তামাকের বীজতলাতে। অথচ আজ থেকে ১০ বছর আগেও এ চিত্র দেখা যেত না।

অথচ তামাক চাষে জমির উর্বরতা কমে, চাষীদের শারিরীক ক্ষতির পরিমাণ কোন অবস্থায় যায় তার কোন হিসেবে তারা বোঝে না।

স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের নাকের ডগায় এগুলো করলেও তারা রয়েছে দর্শকের ভূমিকায়। আর প্রশাসনের নির্লিপ্ততাই বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ও জাপান টোব্যাকো কোম্পানি চাষিদের বীজ, সার বিষ ও কীটনাশক লোন দিয়ে তামাক চাষে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছেন।

কৃষি বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় জেলা থেকে দিন দিন অর্থকারী ফসল চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কৃষকরা। ফলে হুমকির মুখে পড়ছে খাদ্য শষ্য উৎপাদন।

কৃষকরা বলছেন বেশি লাভের বাড়তি আশার সঙ্গে বাজারজাতের নিশ্চয়তায় তামাক চাষ করছেন চাষিরা। জেনে শুনে বিষ চাষের এই চিত্র শুধু মেহেরপুর জেলাতে নয়। মেহেরপুর জেলার পাশাপাশি কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গাতেও, প্রতি বছরে বাড়ছে তামাকের চাষ।
সচেতন মহলের মতে তামাক চাষের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ না থাকায় কৃষকদের মাঝে সচেতনতার বালাই নেই। এই চাষ বন্ধে এখনই কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পারলে আগামী দিনে খাদ্য শষ্য ভান্ডার খ্যাত জেলা মেহেরপুর থেকে শাকসব্জী ও খাদ্য শষ্য উৎপাদন কমে যাবে।

জেলার কৃষকদের উৎপাদিত ধান, আলুসহ কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় তারা হতাশা। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিনামূল্যে তামাকের বীজ কৃষকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন তামাকের কোম্পানির প্রতিনিধিরা।

মেহেরপুর জেলাতে জাপান টোব্যাকো ও বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির অগ্রিম ঋণে সার ও নগদ অর্থ দিয়ে থাকেন এবং ক্রয়ের শতভাগ নিশ্চিয়তা দেয়।

সরজমিনে দেখা গেছে, সদর উপজেলার মনোহরপুর, উজুলপুর. গাঁড়াবাড়িয়া, কাথুলি, সহগোলপুর, কালিগাংনী, নওপাড়া, মাইলমারি, ধলা.গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা, ভাটপাড়া, সাহারবাটি, ধর্মচাকী, ভোমরদহ, ভরাট, দূর্লভপুর এলাকার বিস্তীর্ণ সব্জী ফসলের ক্ষেতের সমারোহ। অথচ, এই সব্জী ক্ষেতের সাথেই চলছে তামাকের বীজতলার কাজ।সব্জী ক্ষেতের মাঝেই উকি দিচ্ছে বিষাক্ত নিকোটিনের বীষবাস্প।

তামাক চাষে সরকারিভাবে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করার কথা থাকলেও জেলা জুড়ে কৃষকরা নিচ্ছেন তামাক চাষের প্রস্তুতি। তামাক চাষেরে এই আগ্রাসনের প্রস্তুতি চলছে গোটা জেলা জুড়েই।

মোনাহারপুর গ্রামের তামাক চাষী নওশাদ বলেন, আমি ১০ কাঠা জমিতে তামাকের বীজতলা তৈরী করছি। এই ১০ কাঠা জমির বীজতলা থেকে ১০০ বিঘা জমিতে তামাক লাগানো যাবে।

উজুলপুর গ্রামের রাজিবুল ইসলাম বলেন, সারা বছর তো শস্যের আবাদ করি। দামের বেলায় পুঁজি বাঁচানোর চিন্তায় থাকতে হয়। অথচ, তামাক চাষের মধ্যে ওই টেনশন নেই। কোম্পানি থেকে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। আবার নিশ্চিত লাভও হয়।

কুলবাড়িয়া গ্রামের তামাক চাষী সোহেল রানা জানান, অন্যান্য ফসলের থেকে তামাক চাষে লাভ বেশি তাই করি। এবছরও করছি।
তামাক চাষে ক্ষতি হয়। তারপরেও কৃষকরা এই আবাদে ঝুঁকছেন। আমরা তামাক কোম্পানি থেকে লোন সুবিধার পাশাপাশি বীজ ও সার পাচ্ছি।বাজারজাত নিয়েও চিন্তা থাকে না।

হিসেব মতে, মেহেরপুর জেলায় প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়ে থাকে। তবে, তামাক আবাদের ব্যাপারে কৃষি বিভাগের কাছে এই চাষের কোনো তথ্য থাকেনা। তাদের পক্ষ থেকে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার কথা থাকলেও তারা সেটা করেনা।

গতকাল মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সরেজমিনে জেলা সদরের গ্রামে এলাকায় দেখা যায় জমির উপরে নেট ও চারপাশে নেট দিয়ে ঘীরে তামাক ক্ষেতের বীজতলা তৈরী করছেন।

বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর প্রতিনিধি মাহাত্বা উদ্দীন কৃষকদের বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন।

তামাকের বেড তৈরীর আগে কিভাবে সেচ প্রদান করতে হয় সেটা শিক্ষা দিচ্ছেন। এলাকার কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন তামাকের বীজতলা তৈরীতে। তাদের তামাক বীজ তলা তৈরীর নীবিড় পরিচর্যা দেখে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে তামাক আবাদের উৎসব শুরু হয়েছে।
তামাক কোম্পানীর সুপারভাইজার ও কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত তামাক চাষীদের খোঁজ খবর রেখে সহযোগীতা করে আসছেন বলে জানালেন চাষীরা।

জেলা সদরের উজুলপুর, মনোহরপুর, গাংনী উপজেলার সহগলপুর, গাড়াবাড়ীয়া, কাথুলী, ধলা, সাহারবাটি, নওপাড়া, ভাটপাড়াসব এলাকার ফসলি মাঠে যেমন সবজী আবাদ হয় তেমনি সবজীর চেয়ে এখন তামাক চাষ বেশী হচ্ছে বলে জানালেন কালিগাংনীর কৃষক ছুরমান আলী।

এলাকাবাসির অভিযোগ, তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভনে পড়ে চলতি মৌসুমে বোরো, গম, ভুট্টা সহ অন্যান্য রবিশষ্য আবাদ কমিয়ে দিয়ে তামাক চাষের প্রতি ঝুঁকেছেন চাষিরা।

তামাক কোম্পানিগুলোর আর্থিক সহযোগিতায় জেলাতে তামাক চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সচেতন মহল জানায়। বিনা মূল্যে বীজ, বিনা সুদে ঋণ সার ও নগদ অর্থসহ তামাক ক্রয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে কৃষকদের।

মেহেরপুরের কলাইডাঙ্গায় গৃহবধূ সীমাকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামে সীমা খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধুকে জোর করে বিষপান করিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
নিহত সীমা খাতুন মেহেরপুর সদরের বারাদী গ্রামের মরহুম আব্বাস

আলীর মেয়ে।

জানা গেছে, প্রায় দশ বছর আগে কলাইডাঙ্গা গ্রামের মোল্লাপাড়ার রেজাউল হকের ছেলে কাওসার আলীর সঙ্গে সীমা খাতুন এর বিয়ে হয়। ১৩ দিন আগে কাউসার দম্পতি পিতা-মাতার সাথে পৃথক হয়। গত সোমবার সীমা খাতুনের বাবার বাড়ির লোকজন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। এ নিয়ে সীমা ও কাওসারের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় । পরে সীমা খাতুন বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে। মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে পথিমধ্যে সীমা খাতুন মৃত্যুবরণ করে।

নিহতের মা কমেলা খাতুন অভিযোগ তুলে বলেন, বিয়ের পর থেকেই আমার জামাই ও মেয়ের শাশুড়ি বিভিন্ন সময়ে টাকা পয়সার জন্য মেয়েকে মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করতো। এ পর্যন্ত আমি জামাইকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়েছি। তারপরও আমি মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম না। তিনি হত্যার অভিযোগ তুলে বলেন, আমার জামাই ও বিয়ান মিলে আমার মেয়েকে জোর করে বিষপান করিয়ে হত্যা করেছে।

এ ব্যাপারে নিহতের স্বামী কাউসারের সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

বারাদি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মফিজুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন করে ময়না তদন্তের জন্য লাশ থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্তসহ ১০ আসামি

গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ নিয়মিত মামলার ১০ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ ও পুরানো মামলার ২ আসামিসহ ৫ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১ আসামিসহ ২ জনকে গ্রেফতার করে।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় দুটি চুরির, একটি ধর্ষণ চেষ্টাসহ ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দকরা হয়েছে।

মেহেরপুরে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টায় থানায় মামলা

পেঁপে আর মালটা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ১১ বছর বয়সী পঞ্চম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ অপচেষ্টার অভিযোগে মাইনুল ইসলাম (৫৬) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯ এর (৪) (খ) ধারায় মামলাটি দায়ের করেন ওই শিশুর পিতা। মামলা নং ৩২, তারিখ ২০/০৯/২০২২ ইং।
ধষর্ণে অভিযুক্ত মাইনুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙারমাঠ শিশিরপাড়া গ্রামের ইছাহাক আলীর ছেলে।

পুলিশ ওই ভিকটিমকে উদ্ধার করে আজ সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এছাড়া বিকালের দিকে তাকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিলে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারি অফিসার বৈকন্ঠপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বাদির লিখিত অভিযোগের কথা উল্লেখ করে এসআই আব্দুল মতিন জানান, গতকাল সোমবার বিকালের দিকে অভিযুক্ত মাইনুল ইসাম মেয়েটিকে পাকা পেঁপে ও মালটা খেতে দেওয়ার নাম করে মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

এসময় মেয়েটি চিৎকার দিলে সে পলিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন ভিতটিমকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। এঘটনায় ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে মাইনুলকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয়রা জানান, তিন সন্তানের জনক মাইনুল ইসলাম পেশায় একজন দিন মজুর। এর আগেও তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, মাইনুল ইসলামকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।

মেহেরপুর শহরে আপন জুয়েলার্সের চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজন

আটক

মেহেরপুুর শহরের আপন জুয়েলার্সের দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুইজনকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

এরা হলেন শহরের মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে রাজন ইসলাম (৩৫) ও শহরের হালদারপাড়া এলাকার ঝন্টুর ছেলে রাজিব।

আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করেন।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, মামলায় জড়িত সন্দেহে তাদের দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা কোনো তথ্য দেইনি। তবে তাদেরকে আজকেই দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার স্বার্থে তাদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতের কোনো এক সময় সংঘবদ্ধ চোরের দল তিন তলা বিল্ডিং এর উপর থেকে নিচে নেমে আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢোকে। পরে দুটি সিন্দুক ভেঙ্গে প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রোপ্য ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

এঘটনায় আপন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র বাদি হয়ে ৩৮০/৪৫৭/৪৬১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং ২৮, তারিখ ১৭-০৯-২০২২ ইং।

মেহেরপুরে কলাক্ষেত তছরুপের মামলায় দু সহোদর গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের শ্রীগাড়ির মাঠের কলাক্ষেত কর্তনের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় খোরজেল আলী (৩৫) ও এরজেম আলী
(৪০) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

খোরজেল আলী ও এরজেম আলী সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের কতির আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মফিজুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ সোমবার দিবাগত রাতে বন্দর গ্রামে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুই ভাইকে গ্রেফতার করেন।

এর আগে চাঁদবিল গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কলা চাষি বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ৪৪৭/৩৭৯/৪২৭ পিছি ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মেহেরপুর থানার মামলা নং ৩০, তারিখ ১৯/০৯/২০২২ ইং। মামলায় এ্ই দুই ভাইকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার মেহেরপুৃর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মফিজুল ইসলাম বলেন, মামলাটি এফআইআর হওয়ার পর তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুইভাইকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত রবিবার দিবাগত রাতে চাঁদবিল গ্রামের শ্রীগাড়ির মাঠে ১০ জন কৃষকের প্রায় ২০ বিঘা জমির কলা গাছের কাঁদি থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তছরুপ করে দেয় দূর্বৃত্তরা। এঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ যুবক আটক

মেহেরপুর ২ গ্রাম হেরোইনসহ মিঠুন ইসলাম (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আটক মিঠুন ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার শরীর থেকে ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়।

এসআই জিল্লুর রহমান জানান, মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে রাধিকানগর গ্রামের আরআর এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে হেরোইন কেনা বেচা হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মিঠু পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়।

এঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর ৮(ক) ধারায় সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ৩৩, তারিখ ২০/০৯/২০২২ ইং।

মিঠু ইসলামকে আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে এবার অনলাইন জুয়ার মাষ্টারমাইন্ড কোমরপুর গ্রামের মধু হালদারের ছেলে প্রসেনজিৎ

হালদার (২৫) ও চা বিক্রেতা নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন আলী (২৪) কে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছে থেকে দুটি সিম ও নগদ দুই লাখ এক হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের কর্মকর্তা এসআই মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিরাট ইউনিট সোমবার দিনব্যাপী কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই দুই অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতার করে।

ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অনলাইন জুয়ার মাষ্টার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদারের দুটি সাইট সাইট আছে। এই সাইট চালান সুমন আলী। দুজনকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, দুটি সাইটের একটিতে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা এবং অপরটি থেকে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার জুয়া খেলা হয়ে থাকে। সাইট দুটির মালিক এলাকার অনলাইন জুয়ার মষ্টিার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদার। এছাড়া তাদের সাথে আরো কয়েকজন জুয়াড়ি যুক্ত আছেন বলে জানিয়েছেন এই দুই জুয়াড়ি।

গত ২৪ আগস্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদে সাইবার ক্রাইমকে জানিয়েছে, মেহেরপুর জেলাসহ বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার (ওয়ানএক্সবেট) এর মাষ্টার এজেন্ট কোমরপুর গ্রামের কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব। এছাড়া এই সাইটের নবাবের নেতৃত্বে রয়েছে অনলাইন জুয়ার সাথে রয়েছে আরো ১৫ জন সাব এজেন্ট।

যাদের নামে মামলাও হয়েছে। তারা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার। এসকল অনলাইন এজেন্টরা এখন এলাকাছাড়া হয়ে পড়েছেন। কোনভাবেই তাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা’ শিরোনামে সংবাদে উঠে এসেছিলো মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে প্রতি মাসে রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। তবে বিস্তারিত অনুসন্ধানে এ চিত্র আরো ভয়াবহ বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। গতকাল আটক দুজনের কাছে থেকে দুটি সিম (চ্যানেল) থেকে প্রতিদিন ১৭ থেকে ১৮ লাখ টাকার লেনদেন হয় বলে জানা গেছে। তাদেরকে কারা পৃষ্ঠপোষকতা করে এসকল তথ্যও উঠে এসেছে। এদিকে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশের পর থেকে পৃষ্ঠপোষকরা যাতে জড়িয়ে না পড়েন তারা বিভিন্ন মাধ্যমে সমঝোতা করার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

জানা গেছে, গত ২৪ আগস্ট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ আরো ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যারা অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। এর কিছুদিন পর ১১ সেপ্টেম্বর পুলিশ ওই ১৬ জনের মধ্যে শামিম নামের এক এজেন্টের পরিচালনাকারী নিমাই হালদার নামের একজনকে আটক করে। তবে রয়েলকে আটকের প্রায় এক মাস হতে চললেই বাকি ১৬ এজেন্টের কেউ গ্রেফতার হয়নি। ফলে অনলাইন জুয়ার রমরমা ব্যবসা এখনো তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

জেলা পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, রয়েল নামের ওই অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতারের পর দায়ের করা হয় মামলা। মামলাটি তদন্তের একপর্যায়ে এই চক্রের সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য, তাদের ২৩০টি জুয়ার সাইটের মালিক ও তাদের এজেন্ট সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। আগামি পর্বে এমন কিছু অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ হবে যারা ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছেন।

এ সংক্রান্ত আরো মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তিন যুবক আটক

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশে। রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দায়ের হওয়া জিআর ৩১/২২ নং মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের জামাত আলী ওরফে কালু পাঙ্গিলের ছেলে নান্নু মিয়া। জিআর ১৭১/২০ নং মামলার আসামি সহড়াবাড়িয়া গ্রামের ছের আলীর ছেলে হুমায়ন আলী, জিআর ১৬৪/২২ নং মামলায়

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি ছাতিয়ান গ্রামের মুক্তার আলীর ছেলে রুবেল হোসেন (২২), জিআর ৪৪/২১ নং মামলার আসামি কামারখালি গ্রামের হামিজ উদ্দীনের ছেলে মজনু মিয়া।

গ্রেফতারকৃতদের সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান ওসি আব্দুর রাজ্জাক।